



২০১৫ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী রত্নেশ্বর হাজারা

বাংলা কাব্যজগতে গত শতকের ছয়ের দশকের কবি রত্নেশ্বর হাজারার জন্ম অবিভক্ত ভারতের বরিশাল জেলার ভরতকাঠি গ্রামে, ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃহারা বালক বাঁধনহারা হয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন।

১৯৪৬-৪৭-এর দঙ্গার অভিঘাতে উদ্ভাস্ত হয়ে চলে আসেন কলকাতায়, আত্মীয়ের আশ্রয়ে শুরু হয় নতুন জীবন। স্কুলজীবন শেষ করে চাকরির উদ্দেশ্যে মোটর মেকানিজম শিখতে শুরু করেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের থার্মোমিটার তৈরির একটা কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুটিই ছিল অসমাপ্ত। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই অবসর।

কলেজ-জীবন থেকে কবিতাচর্চার শুরু। লিটল ম্যাগাজিন ছাড়া তখনকার 'ভারতবর্ষ' ও 'তরুণের স্বপ্ন' প্রভৃতি ঐতিহাসালী পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষল্লেখ্যতু' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর পর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'লোকায়ত অলৌকিক',

'জলবায়ু', 'গতকাল আজ এবং আমি', 'এদিকে দক্ষিণ', 'রাজি আছি', 'উপত্যকায় একা', 'আছি নির্বাসিত', 'নিজস্ব মানচিত্র', 'শেখানো ছবিগুলো', 'ধুলোমান্ন' প্রভৃতি। লিখেছেন ছোটদের জন্য ছড়া/কবিতার বই— 'মেঘের দিদা বরফদানা', 'রত্নমালার যাদুকর', 'সবুজ পরিকে নেমস্তন্ন', 'মাটির ঘড়া স্বপ্নে ভরা', 'অলীকপুর একটু দূর' প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে ছয়টি কাব্যনাটকের সংকলনও।

রত্নেশ্বর হাজারার কবিতায় আঙ্গিক-সচেতনতা, রহস্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, যতিচিহ্নহীনতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটদের জন্য লেখা কবিতায় পাওয়া যায় গ্রামবাংলার জলকাদার গন্ধ, শোনা যায় সুপুরিবাগানে ঘুঘুর উদাস-করা ডাক, ছবি হয়ে ওঠে বনপিপুল, অল্পবেতস, আমলকী, শতমূলী প্রভৃতি দৃশ্যের অনুষ্ণ।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন কবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিজ্ঞান পুরস্কার, মহাদিগন্ত পুরস্কার, মঞ্জুষ্য দাশগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা, শিশুসাহিত্য পরিষদ পুরস্কার প্রভৃতি।